গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বন সংরক্ষক, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম এবং

প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এর মধ্যে

স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-১৯

মেয়াদ কাল-

জুলাই ১, ২০১৮ - জুন ৩০, ২০১৯ খ্রীষ্টাব্দ।

সূচিপত্র

উপক্রমণিকা	১
কর্ম সম্পাদনের সার্বিক চিত্র	২
সেকশন ১ :কার্যাবলী	৩
সেকশন ২ : কার্যক্রম ,কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ	৪-৭
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ ***(Acronyms)***	৯
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ ,বাস্তবায়নকারী এবং পরিমাপ পদ্ধতি	১০
সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্য দপ্তর/সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা	১১

উপক্রমণিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রুপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে :

বন সংরক্ষক, চট্রগ্রাম অঞ্চল, চট্রগ্রাম

এবং

প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর এর মধ্যে

২০১৮ সালের জুন মাসের ২০ তারিখে এ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন :

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র:

(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছর সমূহের (৩ বছর) অর্জনঃ বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় অনুন্নয় খাতে বিগত ২০১৬-১৭ বছরে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় স্থানীয় গরীব, দুঃস্থ ও ভূমিহীনদের উপকারভোগী হিসেবে নিয়োগ করে অংশীদারীত্ব পদ্ধতিতে ৬৬১.৫ হে: ব্লক বাগান সৃজন করা হয়েছে। তাছাড়া বিগত তিন বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় উক্ত জেলা দুটির উপকূলীয় এলাকায় চর বনায়ন, ম্যানগ্রোভ বনায়ন গোলপাতায় বাগান সৃজন ও ঝাউ বাগান সৃজন করে উপকূলীয় রেখা বরাবর সবুজ বেষ্টনী সৃজন করা। জলবায়ু সহিষ্ণু প্রজাতি দ্বারা বাগান সৃজন, বাধ বাগান ও ষ্ট্রীপ বাগান সৃজন ও জীব বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করা। সামাজিক বনায়ন কাযর্ক্রমের আওতায় সৃজিত বাগান কর্তন করে তথায় পুনঃ বনায়ন করা এবং সামাজিক বনায়নের উপকারভোগীদের মাঝে লভ্যাংশের অর্থ হিসাবে ২২.৪৩ কেটি টাকা বিতরণ করা এবং বন নির্ভর দরিদ্র জনগণের দারিদ্রতা বিমোচণ ও স্বনির্ভর করা। জবরদখলকৃত ৮৫৭.৪৩ হেক্টর বনভূমির পুন:উদ্ধার করত: বাগান সৃজন করা হয়। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ২৬টি বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি সংরক্ষণ করা হয়। ক্রেইল প্রকল্পের মাধ্যমে রক্ষিত এলাকা বিবিধমালা-২০১৭ অনুযায়ী চট্টগ্রাম জেলার হাজারীখিল, বারৈয়াঢালা, দুধপুকুরিয়া ও ধোপাছড়ি এবং কক্সবাজার জেলার মেধাকচ্ছপিয়া, হিমছড়ি, শীলখালী ও টেকনাফ রক্ষিত এলাকার চলমান সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদার করা। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যারাক ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করা।

অত্র অঞ্চালের চট্টগ্রাম জেলার মহামায়া ইকোপার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন ও সীতাকুন্ড ইকোপার্ক, শেখ রাসেল এভিয়ারী এন্ড ইকোপার্ক এবং কক্সবাজার জেলার রাজারকুল বোটানিক্যাল গার্ডেন, হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান, ইনানী পিকনিক স্পট এবং টেকনাফ ন্যাচার পার্কে পর্যটন সুবিধার উন্নয়ন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ জীব বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ করা। চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার বর্ণিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদার করা ।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ সমূহঃ

- বান্দরবান পার্বত্য জেলার সংরক্ষিত বনে স্থানীয় অধিবাসীদের সম্পৃক্ত করে বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ।
- জবরদখলীয় বনভূমি উদ্ধার ও জবরদখল রোধ করত: উদ্ধারকৃত বনভূমিতে বনায়ন।
- কক্সবাজার জেলায় রোহিঙ্গা শরণার্থী কর্তৃক বনভূমি জবরদখল, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের নির্বিচারে বন ধ্বংস এবং উক্ত জেলায় বিবিধ উন্নয়ন কর্মকান্ডে বনভূমির ব্যবহার ও বনভূমির অবয়ব পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা।
- রক্ষিত বনভূমি বনায়ন ব্যতীত অন্যবিধ ব্যবহারের জন্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্দোবস্তি প্রদান বন্ধ করা হয়।
- দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি, টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভ্যয়ারণ্য, হিমছড়ি, শীলখালী ও মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানসহ রক্ষিত এলাকা সমূহে রক্ষিত এলাকা বিবিধমালা-২০১৭ সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম টেকসইকরণ।
- পার্বত্য জেলা বান্দরবানসহ চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার এলাকায় সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে স্থানীয় জনগোস্ঠীকে উদ্বুদ্ধকরণ ও সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ।
- উপকূলীয় অঞ্চলে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান বন্ধ করত: জবরদখলরোধ ও উপকূলীয় প্রতিবেশ সংরক্ষণ, সবুজ বেষ্টনী সৃজন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ এবং জেগে ওঠা চরভূমিতে বনায়ন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও পরিবেশ উন্নয়নে সংরক্ষিত বনাঞ্চল সংরক্ষণ । অবক্ষয়িত ও জবরদখলীয় বনভূমিসহ সড়ক, মহাসড়ক, বাঁধ, রেলের ধার ও পতিত ভূমিতে অংশীদারীত্বমূলক সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বনজ সম্পদ বৃদ্ধি করা। রক্ষিত এলাকাসমূহে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও টেকসই করা । জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিঘাত মোতাকাবেলায় চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার উপকূলীয় বনাঞ্চলে আরো বন বাগান সৃজন । পার্বত্য জেলা বান্দরবানে সামাজিক বনায়নে স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ। জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বনাঞ্চলে নতুন নতুন রক্ষিত এলাকা ক্ষেত্র বিশেষে মেরিণ প্রটেকটেড এরিয়া ঘোষণা করা। রক্ষিত এলাকা ও ইকোপার্ক সমূহে পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন করা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ-

- অনুন্নয়ন খাত ও বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় অংশীদার বনায়ন।
- শেখ রাসেল এভিয়ারী ও ইকোপার্কসহ অন্যান্য পার্ক/বিনোদণ কেন্দ্রে পর্যটন ও বিনোদন সুবিধাদির উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- রক্ষিত এলাকাসমূহের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরী এবং রক্ষিত এলাকা বিধিমালা ২০১৭ বাস্তবায়ন এবং রক্ষিত এলাকার জীব বৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল রক্ষা করা।
- আবর্তকাল উত্তীর্ণ সামাজিক বনায়নের বাগান কর্তন, লভ্যাংশ বিতরণ ও পূনঃবনায়ন করা।
- জবরদখলীয় বনভূমি উদ্ধার পূর্বক বনায়ন।
- সাংগু ও মাতামূহূরী সংরক্ষিত বনে "Chittagong Hill Tracts watershed co-managament Activity" বাস্তবায়ন।
- জব্দকৃত বনজদ্রব্য ও সামাজিক বন বাগান বিক্রয়ের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করণ।
- বনজদ্রব্য পাচাররোধ ও সুষ্ঠু বন ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক যানবাহন ও জলযান সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ, প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ও বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতি সংরক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করণ।
- উপকূলীয় এলাকায় জেগে ওঠা নতুন চর এলাকা বনায়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার।

সেকশন ১:

১.১ রূপকল্প (Vision): ২০২১ সালের মধ্যে টেকসই বন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

১.২ (Mission): আধুনিক প্রযুক্তি, সৃজনশীলতা ও জনগণের অংশগ্রহণে টেকসই বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বন সংরক্ষণ ও বনের আচ্ছাদন (Forest Cover) বৃদ্ধি, প্রতিবেশগত সেবার (Ecosystem Services) মানোন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

১.৩.১.১ ইকোসিস্টেম ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ

১.৩.১.২ বন সংরক্ষণ ও টেকসই বন ব্যবস্থাপনা

১.৩.১.৩ জনগণের অংশগ্রহণে বন সম্প্রসারণ

১.৩.১.৪ বনায়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ (Mandatory Objectives)

(১) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

(২) কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন

(৩) আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

(৪) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

১.৪. কার্যাবলী (Functions):

১.৪.১ বন সংরক্ষণ, বনজসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা, বন সম্প্রসারণ উন্নয়ন ও বন জরিপ।

১.৪.২ বনায়ন, প্রাকৃতিক রিজেনারেশন সহায়তা প্রদান অবক্ষয়িত বনের পুনর্বাসন এবং বনজ সম্পদ উৎপাদন।

১.৪.৩ জীববৈচিত্র ও সংরক্ষণ, জাতীয় উদ্যান ও বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ইকোপার্ক ও সাফারী পার্ক স্থাপন।

১.৪.৪ বনজসম্পদ বাজারজাত করণ।

১.৪.৫ বন আইন, বন্যপ্রানী আইন এবং সংশ্লিষ্ট আইন বিধির প্রয়োগ ও নীতিমালার বাস্তবায়ন।

১.৪.৬ সামাজিক বনায়ন, সহ-ব্যবস্থাপনা ও ইকোট্যুরিজম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ।

১.৪.৭ বন সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা ।

সেকশন ২

কৌশলগত উদ্দেশ্যে, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষমাত্রা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY 2018-19)					প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ Projection) ২০২০-২১
						২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
১. ইকোসিস্টেম ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ	১২	(১.১) বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির সংরক্ষণ	(১.১.১) সংরক্ষণের জন্য তালিকাভূক্ত প্রজাতির সংখ্যা	সংখ্যা	৫	৪	৪	৫	৪.৫	৪.০	৩.৫	৩.০	৬	৮
		(১.২) রক্ষিত এলাকার সম্প্রসারণ	(১.২.১) সম্প্রসারিত রক্ষিত এলাকার পরিমান	হাজার হেক্টর	৭	৭.০	৭.০ প্রস্তাবিত	০.৮	০.৭	০.৬৪	০.৫৬	০.৪৮	০.৭	০.৭৫
২.বন সংরক্ষণ ও টেকসই বন ব্যবস্থাপনা	৪২	(২.১) বনায়ন	(২.১.১) বনায়নকৃত এলাকা (ব্লক)	হেক্টর	২০	৬৬১.৫	১১৫০.০	১০০০	৯০০	৮০০	৭০০	৬০০	১২০০	১৪০০
			(২.১.২) বনায়নকৃত এলাকা (স্ট্রীপ)	কিঃমিঃ	৪	-	১০	১০	৯	৮	৭	৬	১২	১৫
		(২.২) জবরদখলকৃত বন উদ্ধার	(২.২.১) উদ্ধারকৃত বনের পরিমান	হেক্টর	৬	২৭০	২৭৫.২৫	৩০০	২৭০.০	২৪০	২১০	১৮০	৩৫০	৪০০
		(২.৩) রীট পিটিশনের জবাব	(২.৩.১) রীটের জবাব প্রেরণের হার	%	২	১০০%	১০০%	১০০%	৯৫%	৯০%	৮৫%	৮০%	১০০%	১০০%
		(২.৪) উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত করণ	(২.৪.১) প্রস্তুতকৃত উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা	-	১	১	৪	২	২	১	-	-	২	২
		(২.৫) ইকোট্যুরিজম উন্নয়ন	(২.৫.১) ভ্রমনকারীর সংখ্যা	সংখ্যা লক্ষ	৩	১০.৭৯	৮.৯০২৪৩	১১.০	৯.৯	৮.৮	৭.৭	৬.৬	১১	১২
		(২.৬) পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ সম্মতি	(২.৬.১) সভা আয়োজনের সংখ্যা	সংখ্যা	১	৫.০	২	৩	২	-	-	-	৩	৩
		(২.৭) পাহাড়ী সংরক্ষতি ও অশ্রেণীভূক্ত বনে এ্যাসিস্টেড ন্যাচারাল রিজারেশন	(২.৭.১) এ.এন.আর কৃত এলাকা	হেক্টর	১	-	২০০	৫০০	৪৫০	৪০০	৩৫০	৩০০	৬০০	৭০০
		(২.৮) চারা বিতরণ	(২.৮.১) বিতরণকৃত চারার সংখ্যা	লক্ষ চারা	১	-	.০৩	৩.০০	৩.০০	২.৭০	২.৪০	১.৮০	৪.০০	৫.০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY 2018-19)					প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ Projection) ২০২০-২১
						২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
		(২.৯) বন আইনের ৪ ও ৬ ধারায় ঘোষিত বনভুমি ও রক্ষিত বনভূমি সংরক্ষিত বন ঘোষণা।	(২.৯.১) ঘোষিত সংরক্ষিত বনের পরিমান	হাজার হেক্টর	৩	-	৮.১৯	০.৫২	০.৪৬৮	০.৪১৬	০.৩৬৪	০.৩১২	০.৫	০.৬
৩. জনগণের অংশগ্রহণে বন সম্পসারণ	২০	(৩.১) সামাজিক বনায়ন কাযক্রম	(৩.১.১) পুনঃবনায়ণ (ব্লক)	হেক্টর	১০	৯৪২	৭৮০	৭০০	৬৩০	৫৬০	৪৯০	৪২০	৮০০	৮০০
			(৩.১.২) পুনঃবনায়ণ (স্ট্রীপ)	কিঃমিঃ	১	১০	-	১৬	১৪.৫	১২.৮	১১.২	৯.৬	১০	১০
		(৩.২) উপকারভোগীদের মাঝে লভ্যাংশ বিতরণ	(৩.২.১) বিতরণকৃত লভ্যাংশের পরিমান	কোটি টাকা	৮	৮.৫৯৫৪	৬.০৫৩	৮	৭.২	৬.৪	৫.৬	৪.৮	৭	৮
		(৩.৩) উপকারভোগীদের মাঝে টেকসই বনজসম্পদ আহরনের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্ঠি	(৩.৩.১) সচেতন উপকারভোগীর সংখ্যা	সংখ্যা	১	-	২৬০	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১২০	১৫০
৪. বনায়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা	৬	(৪.১) উপকূলীয় বনায়ন	(৪.১.১) বনায়নকৃত উপকূলীয় এলাকা	হেক্টর	৬	-	-	৬.৩৫	৬.৩৫	৫.৭১	৫.০৮	৪.৪৪	৬.০০	৭.০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY ২০১৮-১৯)				
						অসাধারণ (Excellent) ১০০%	অতি উত্তম (Very Good) ৯০%	উত্তম (Good) ৮০%	চলতি মান (Fair) ৭০%	চলতি মানের নিম্নে (Poor) ৬০%
১	২	৩	৪	৫	৬	৯	১০	১১	১২	১৩
১. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বরাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	মুল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	২৪ জুলাই, ২০১৮	২৯ জুলাই, ২০১৮	৩০ জুলাই, ২০১৮	৩১ জুলাই, ২০১৮	০১ আগস্ট, ২০১৮
		২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল	মুল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৩ জানুয়ারী, ২০১৯	১৬ জানুয়ারী, ২০১৯	১৭ জানুয়ারী, ২০১৯	২০ জানুয়ারী, ২০১৯	২১ জানুয়ারী, ২০১৯
		সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	আয়োজিত প্রশিক্ষণের সময়	জনঘন্টা *	১	৬০	-	-	-	-
২. কর্মপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন	৯	ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-ফাইলিং সিষ্টেমে আপলোডকৃত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫৫	৫০
			ই-ফাইলে নথি নিস্পত্তিকৃত*	%	১	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০
			ই-ফাইলে পত্র জারীকৃত **	%	১	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০
		উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন	ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮	০৭ জানুয়ারী, ২০১৯	১৪ জানুয়ারী, ২০১৯	২১ জানুয়ারী, ২০১৯	২৮ জানুয়ারী, ২০১৯
		সিটিজেন্স চার্টার বাস্তবায়ন	হালনাগাদকৃত সিটিজেন্স চার্টার অনুযায়ী প্রদত্ত সেবা	%	১	৮০	৭৫	৭০	৬০	৫০
			সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮	১৫ জানুয়ারী, ২০১৯	০৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯
		অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিস্পত্তিকৃত	%	১	৯০	৮০	৭০	৬০	৫০
		পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারি নিশ্চিতকরণ	পিআরএল আদেশ জারিকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-
			ছুটি নগদায়নপত্র জারিকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY ২০১৮-১৯)				
						অসাধারণ (Excellent) ১০০%	অতি উত্তম (Very Good) ৯০%	উত্তম (Good) ৮০%	চলতি মান (Fair) ৭০%	চলতি মানের নিম্নে (Poor) ৬০%
১	২	৩	৪	৫	৬	৯	১০	১১	১২	১৩
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৫	অডিট আপত্তি নিস্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	ব্রডসীট জবাব প্রেরিত	%	০.৫	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০
			অডিট আপত্তি নিস্পত্তিকৃত	%	০.৫	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০
		স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	০৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	২৮ মার্চ, ২০১৯	১৫ এপ্রিল, ২০১৯
			অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	০৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	২৮ মার্চ, ২০১৯	১৫ এপ্রিল, ২০১৯
		বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০
৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩	জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন	জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত	তারিখ	১	১৫ জুলাই	৩১ জুলাই	-	-	-
		নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিল	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৪	৩	-	-	-
		তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	১০০	৯০	৮০	-	-

* জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী উক্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে।
** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ই-গভর্ন্যান্স অধিশাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন।
*** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ই-গভর্ন্যান্স অধিশাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন।

আমি ,বন সংরক্ষক ,চট্টগ্রাম বন অঞ্চল ,প্রধান বন সংরক্ষক,বন অধিদপ্তর ,এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে ,এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি ,প্রধান বন সংরক্ষক ,বন অধিদপ্তর বন সংরক্ষক ,চট্টগ্রাম বন অঞ্চল এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে ,এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

২০/০৬/২০১৮ ইং	
বন সংরক্ষক চট্টগ্রাম বন অঞ্চল	তারিখ
	২০/৬/১৮
প্রধান বন সংরক্ষক বন অধিদপ্তর	তারিখ

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

সংযোজনী- ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহএর বিবরণ-সংস্থা এবং পরিমাপ পদ্ধতি/বিভাগ/বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় ,

ক্রমিক নম্বর	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তরসংস্থা/	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্তসূত্র	সাধারণ মন্তব্য
(১.১.১)	সংরক্ষণের জন্য তালিকাভূক্ত প্রজাতির সংখ্যা	বিপন্ন প্রায় প্রজাতি সমূহের তালিকা ও অবস্থান নির্ধারণ করে সেগুলি সংরক্ষন	বন অধিদপ্তর	বন বিভাগের রেকর্ড এবং বন অধিদপ্তরের বাৎসরিক প্রতিবেদন	জীন পুল সংরক্ষণের লক্ষ্যে গৃহীত কারযক্রম
(১.২.১)	সম্প্রসারিত রক্ষিত এলাকার পরিমান	জীব বৈচিত্র সংরক্ষণের লক্ষ্যে স্থাপিত রক্ষিত এলাকার বৃদ্ধি।	বন অধিদপ্তর	গেজেট নোটিফিকেশন	জীব বৈচিত্র সংরক্ষণের লক্ষ্যে করণীয়।
(২.১.১)	বনায়নকৃত এলাকা (ব্লক)	নতুন উডলট বা কৃষি বাগান সৃজন।	বন অধিদপ্তর	প্লান্টেশন জার্নাল এবং বন অধিদপ্তরের বাৎসরিক প্রতিবেদন	বাজেট বরাদ্দের উপর নির্ভরশীল
(২.১.২)	বনায়নকৃত এলাকা (স্ট্রীপ)	সড়ক/বাঁধ/রেলের ধারের পতিত জায়গায় নতুন বাগান সৃজন।	বন অধিদপ্তর	বন অধিদপ্তরের বাৎসরিক প্রতিবেদন এবং প্রত্যক্ষ্য পর্যবেক্ষণ	
(২.২.১)	উদ্ধারকৃত বনের পরিমান	অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের মাধ্যমে সরকারী সম্পত্তি পুনরুদ্ধার।	বন অধিদপ্তর	জবরদখল উচ্ছেদকৃত জায়গায় বনায়ন	সরকারী সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য পরিচালিত
(২.৩.১)	রীটের জবাব প্রেরণের হার	বন বিভাগের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রীট মামলার প্যারাওয়াইজ জবাব সময়মত দাখিল	বন অধিদপ্তর	মামলা সংক্রান্ত নথিপত্র	
(২.৪.১)	দাখিলকৃত উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা	বন, বন্যপ্রাণী ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন।	বন অধিদপ্তর	বন বিভাগের রেকর্ড	বাজেট বরাদ্দের ওপর নির্ভরশীল
(২.৫.১)	ভ্রমনকারীর সংখ্যা	চিত্ত বিনোদনের লক্ষ্যে বন বিভাগ নিয়ন্ত্রনাধীন জাতীয় উদ্যান বোটানিক্যাল গার্ডন ইকোপার্ক আগত দর্শণার্থী	বন অধিদপ্তর	বনঅধিদপ্তরের রেকর্ড	
(২.৬.১)	সভা আয়োজনের সংখ্যা	পার্বত্য জেলা সমূহে বনায়নের লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে সমন্বোতা স্থাপনের লক্ষ্যে সভা	বন অধিদপ্তর পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	দাপ্তরিক রেকর্ড।	অবক্ষয়িত পার্বত্য বনাঞ্চল পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক রিজেনারেশনে সহায়তা দান এবং বনায়ন করা
(২.৭.১)	এ এন আর কৃত বাগানের পরিমাণ	Assisted Natural Regeneration এর মাধ্যমে প্রকৃতিক ভাবে বন সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান করা হয়। পার্বত্য জেলা সমূহে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সহায়তায় এ এন আর করা হবে।	বন অধিদপ্তর	দাপ্তরিক রেকর্ড।	অবক্ষয়িত পার্বত্য বনাঞ্চল পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক রিজেনারেশনে সহায়তা দান এবং বনায়ন করা
(৩.১.১)	পুনঃবনায়ন (ব্লক)	মেয়াদ উত্তীর্ন বাগানের গাছ আহরনের পর বন তহবিলের অর্থ হতে পুনঃ বাগান সৃজন।	বন অধিদপ্তর	বন অধিদপ্তরের বাৎসরিক প্রতিবেদন	মেয়াদ উত্তীণ বাগানের ওপর নির্ভরশীল
(৩.১.২)	পুনঃবনায়ন (স্ট্রীপ)		বন অধিদপ্তর	বন অধিদপ্তরের বাৎসরিক প্রতিবেদন	
(৩.২.১)	উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণকৃত লভ্যাংশের পরিমান	মেয়াদ উত্তীর্ন বাগানের গাছ বিক্রীর অর্থ থেকে সংশ্লিষ্ট পক্ষ গণের মধ্যে লভ্যাংশ বিতরণ।	বন অধিদপ্তর	ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং বন বিভাগের রেকর্ড।	সামাজিক বনায়ন বিধিমালা অনুযায়ী।
(৩.৩.১)	সচেতন উপকারভোগীর সংখ্যা	পার্বত্য জেলায় বনায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সচেতন করে তোলা		দাপ্তরিক রেকর্ড	
(৪.১.১)	বনায়নকৃত উপকূলীয় এলাকা	উপকূলীয় জেগে ওঠা চরের স্থায়ীত্ব ও নতুন ভূমি জেগে ওঠায় সহায়তার উদ্দেশ্যে উপকূলে বন বাগান সৃজন	বন অধিদপ্তর	উপকূলীয় চরে উৎপাদিত বাগানের প্লান্টেশন জার্নাল ও বন বিভাগের বাৎসরিক প্রতিবেদন।	উপকূলীয় জেগে ওঠা চরের জেগে ওঠা প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত ও চরের স্থায়ীত্ব লাভের জন্য বনায়ন।

সংযোজনী ৩ :অন্য মন্ত্রণাল/বিভাগ/ সংস্থার নিকট সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন চাহিদাসমূহ

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়বিভাগের চাহিদা/	চাহিদাপ্রত্যাশার যৌক্তিকতা/	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদার মাত্রা উল্লেখ করুন	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
সরকারী	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	১.৪ রক্ষিত এলাকার সম্প্রসারণ	গেজেট নোটিফিকেশন	গেজেট প্রকাশ	২০%	
সরকারী	সড়ক ও জনপথ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রেলওয়ে, জেলা পরিষদ, স্থানীয় প্রকৌশল অধিদপ্তর।	২.১.২ বনায়নকৃত এলাকা (স্ট্রীপ) ৩.১.২ পুনঃবনায়ণ (স্ট্রীপ)	সড়ক/বাঁধ ও রেলের ধারের পতিত জায়গা বনায়নের মাধ্যমে উৎপাদন মূখী করে তোলার কাজে সহায়তা।	সড়ক/বাঁধ রেলের ধারের পতিত জায়গায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে সামাজিক বনায়নে সহায়তা প্রদান। যা বনজ সম্পদ বৃদ্ধি ও দরিদ্র বিমোচনে অবদান রাখবে।	৬০%	সামাজিক বনায়ন বিঘ্নিত হবে, উপকারভোগীগন লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত হবে। সংরক্ষিত বনের ওপর চাপ বৃদ্ধি পাবে।
সরকারী	জেলা প্রশাসন এবং বিচার বিভাগ	২.২.১ উদ্ধারকৃত বনের পরিমান	অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা। বিচারাধীন মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি।	The govt and local authority lands and buildings (recovery of possession) ordinance, ১৯৭০ প্রয়োগের মাধ্যমে জবরদখল উচ্ছেদ।। বিচারাধীন মামলা নিষ্পত্তি ব্যতীত বন পুনরুদ্ধার সমভব নয়।	৮০%	জবরদখলকৃত বন পুনরুদ্ধার করা দুষ্কর হবে।
সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা	আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও ট্যুর অপারেটর	(২.৫.১) ভ্রমনকারীর সংখ্যা	ভ্রমনকারীদের নিরাপত্তা প্রদান এবং ভ্রমনের জন্য উপযুক্ত সুবিধা প্রদান।	সংরক্ষণমুখী বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ নিশ্চিত করা। এতে বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে।	২০%	বন অপরাধ বৃদ্ধি পাবে বনজসম্পদ বিনষ্ট হবে।
সরকারী	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ এবং প্রশাসন	২.৬.১ সভা আয়োজনের সংখ্যা।	তিন পার্বত্য জেলা সমূহে সামাজিক বনায়ন বাস্তবায়নের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের সম্মতি	পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সম্মতি ব্যতিরেকে পার্বত্য জেলা সমূহে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। পার্বত্য এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বনায়নের জন্য প্রশাসনিক সমর্থণ প্রয়োজন।	৮০%	
সরকারী	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ	২.১২.১ এ এন আর কৃত এলাকা	তিন পার্বত্য জেলা সমূহে সামাজিক বনায়ন বাস্তবায়নের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের সম্মতি	পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সম্মতি ব্যতিরেকে পার্বত্য জেলা সমূহে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। পার্বত্য এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বনায়নের জন্য প্রশাসনিক সমর্থণ প্রয়োজন।	৮০%	মাটির গুনাগুন ও পুষ্টি বিনষ্ট হবে পানির সরবরাহ আরও হ্রাস পাবে। ভূমি ধ্বসের কারণে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ক্ষতিগ্রস্থ হবে, কাপ্তাই বিদুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ব্যহত হবে।
সরকারী	সড়ক ও জনপথ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রেলওয়ে, জেলা পরিষদ, স্থানীয় প্রকৌশল অধিদপ্তর।	২.৮.১ বিতরণকৃত লভ্যাংশের পরিমান	বন বিভাগের সাথে স্থানীয় পর্যায়ে চুক্তি সম্পাদন এবং অব্যবহৃত জায়গায় বনায়নে এবং মেয়াদ উত্তীর্ন বাগানের গাছ আহরণে সহায়তা করা।	বনায়নের মাধ্যমে অব্যবহৃত পতিত জায়গা উৎপাদন মূখী রাখা, বনজসম্পদ বৃদ্ধি এবং দারিদ্র বিমোচন।	৫০%	উপকারভোগীদের মাঝে বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে বন অপরাধ বৃদ্ধি পাবে।
সরকারী	জেলা প্রশাসন ও ভূমি মন্ত্রণালয়	(৪.১.১) বনায়নকৃত উপকূলীয় এলাকা	উপকূলীয় জেগে ওঠা চর বনায়ন ব্যাতীত ভিন্ন কাজে বন্দোবস্ত না দেয়ার মন্ত্রি পরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা।	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় উপকূলীয় বন সৃজন ও সংরক্ষণ প্রয়োজন।	৫০%	সামুদ্রিক জলোচ্ছাস ও, ঘূর্ণিঝড় এর প্রভাবে ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পাবে।

*চাহিদার মাত্রা নির্ধারণের সুনিদিষ্ট মাপকাঠি